Vol. 40 | No. 1 | 1996

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

# বাংলা সাপেক্ষ সর্বনাম



| | |
|---|---|
| Volume | 40 |
| Issue | 1 |
| Year | 1996 |
| ISSN | 0558-1583 |
| eISSN | 3006-886X |
| Author(s) | প্রবাল দাশগুপ্ত |
| Published online | October 1, 1996 |
| DOI | 10.62328/sp.v40i1.1 |
| Link to article | https://doi.org/10.62328/sp.v40i1.1 |
| Pages | 5-24 |
| Publisher | University of Dhaka |
| Copyright | সাহিত্য পত্রিকা |
| Designed and Developed by | Zobayer Abdullah |

Check for updates

# বাংলা সাপেক্ষ সর্বনাম

প্রবাল দাশগুপ্ত

## ১. সূচনা

যে-যা-যিনির মতো য-পদ বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়। এরা একরকম সর্বনাম। কোন্ জাতের? আমরা বলব সাপেক্ষ সর্বনাম।

ইংরিজিতে সবাই রেলেটিভ প্রোনাউন বলে। বাংলায় এর কোনো সর্বসম্মত প্রতিশব্দ নেই। সাপেক্ষ তো প্রস্তাবমাত্র। প্রস্তাবটা করে আমি যে সুধী পাঠকের প্রতিক্রিয়া চাইছি সে-কথা উহ্য।

এ রকম নবরচিত শব্দ দেখলে পাঠককে যুগপৎ দুটো কাজ করতে হয়। প্রথম কাজ বক্তব্য বুঝতে চেষ্টা করা। দ্বিতীয় কাজ লেখকের প্রস্তাবিত পারিভাষিক শব্দ কানে বাজিয়ে শোনা। ভালো লাগছে কি না। এই দুটো কাজ একসঙ্গে করতে হয় বলে কম পরিচিত বিষয় নিয়ে বাংলায় লেখা প্রবন্ধ পড়তে খানিকটা চাপ পড়ে। সে বিষয় যদি সংবর্তনী সঞ্জননী ব্যাকরণ ওরফে ট্রান্সফর্মেশনাল-জেনারেটিভ গ্রামার হয় তাহলে তো চাপ আরো বেশি। সে চাপ যাবে না পড়ে তার চেষ্টা করা যাক।

লেখার শিরোনাম সভাশোভন সাজগোজ করে আসবে এটাই দস্তুর। তাই উপরে সাপেক্ষ সর্বনাম লিখলাম। কিন্তু লেখার বয়ানে একটা এক্সপেরিমেন্ট করে দেখছি। কাজের কথা বলছি আমাদের কাজের ধারায় প্রচলিত ইংরিজি শব্দ ব্যবহার করে। এই পন্থার প্রবর্তক ভাবতে পারি কেরালার সাতান্ন সালের বিখ্যাত মন্ত্রীসভার শিক্ষামন্ত্রী জোসেফ মুন্ডাসেরীকে। মুন্ডাসেরী বলেছিলেন, "আমার কাছে ইংরেজী শব্দ হবে সংস্কৃত ধাতুর মতোই কাজের হাতিয়ার। যে কাজে যা দরকার তাই মিলিয়ে মিশিয়ে ব্যবহার করতে পারা দরকার। যেমন ওয়েল্ডকে ওয়েল্ড বলব, তাতে অন লাগিয়ে ওয়েল্ডেন বলব ওয়েল্ডিংকে।" ঠিক অতটা আমরা প্রথম দফাতেই করতে না চাইতে পারি। সবার মতামত, সবার দরাদরির ঝোঁক সে দিকে গেলে যাবে, পরে দেখব। আপাতত আমি ভোট দিতে চাইছি বাংলা প্রবন্ধগদ্যে প্রয়োজনমাফিক ইংরিজী শব্দ প্রয়োগের পক্ষে।

চাল মারার জন্য অনেকে যে সুপরিচিত বাংলা শব্দেরও ইংরিজী প্রতিশব্দ ব্যবহার করে, সেটার নিশ্চয়ই দরকার নেই। আমার তো মনে হয় ক্রিয়াকে ক্রিয়া,

বিশেষ্যকে বিশেষ্য বলা উচিত। প্রশ্নটা হল, যে সব পারিভাষিকের বাংলা এখনও ঠিক হয় নি সেইগুলোর বেলায় ইংরিজী চলবে কিনা আপাতত।

সাজের কথা হল। এবার কাজের কথায় আসি।

## ২. বিশেষ্যজোটের বাইন্ডি

আমাদের এই অনুসন্ধানে প্যারামেট্রিক ব্যাকরণতত্ত্বের সরঞ্জামপত্র ব্যবহার করছি। এই তত্ত্বের পোষাকী নাম প্রিন্সিপলস্ অ্যান্ড প্যারামিটারস্। আকরগ্রন্থ চমস্কি ১৯৮১। গোড়ায় সরঞ্জাম গুছিয়ে নিয়ে তারপর সাপেক্ষ সর্বনাম বিষয়ক প্রস্তাব করব।

যথারীতি ধরে নিচ্ছি যে গাড়ী ঘোড়া মেঝে দেয়ালের মতো বিশেষ্যকে ঘিরে গড়ে ওঠে বিশেষ্যজোট। "মানুষ ঘোড়ায় চড়ে" বাক্যের প্রথম বিশেষ্য জোটের একমাত্র সদস্য হল "মানুষ" বিশেষ্য। "নিষ্ঠুর মানুষ তাকে চাবকায়" বাক্যের প্রথম বিশেষ্যজোট "নিষ্ঠুর মানুষ"-এর শীর্ষ "মানুষ" বিশেষ্য, তার বর্ধক "নিষ্ঠুর"-ও ওই বিশেষ্যজোটের সদস্য। সর্বনাম সচরাচর তার বিশেষ্যজোটের একমাত্র সদস্য হয়, যেমন এ বাক্যের দ্বিতীয় বিশেষ্যজোট "তাকে"।

বিশেষ্যজোট নিজেই নিজের অর্থের মালিক না অন্য জোটের কাছে আধেয় ধার নেয়, সেই হিসেবের সূত্রে জোট তিন টাইপের। এই শ্রেণীবিভাগের নাম বিশেষ্যজোটের টাইপোলজি। প্রথম টাইপের জোটকে বলে অ্যানাফর, যেমন: নিজেকে, পরস্পরের। বাক্যের অন্য জোটের একান্ত অধীন এরা। দ্বিতীয় টাইপের জোট বা প্রোনমিনালের নমুনা: সে, তারা, তিনি। প্রোনমিনাল কোনো কোনো বাক্যে নিজের আধেয় নিজে বহন করে অর্থাৎ স্বাধীন, কোথাও বা পরাধীন। তৃতীয় টাইপের জোট হল "আর"-এক্সপ্রেশন, "আর" বলতে রেফারেনশিয়াল, যেমন আলি, রেখা, ওই ছেলেটা, এই বইটা। আর এক্সপ্রেশন নিজের আধেয় নিজেই বহন করে।

কোন্ বিশেষ্যজোট এই অর্থে কোন্ জোটের অধীন হতে পারে তার কিছু জ্যামিতি আছে।

সে জ্যামিতির মূল কথাটা বোঝবার আগে কিছু বুনিয়াদী ধারণা স্পষ্ট করে নেওয়া জরুরী। প্রথম বুনিয়াদী ধারণা: বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া, অনুসর্গ যে-জোটের শীর্ষে, তাদের যথাক্রমে বলে বিশেষ্যজোট (নিষ্ঠুর মানুষ), বিশেষণজোট (অত্যন্ত দুঃখিত), ক্রিয়াজোট (শ্যামলীকে ভালোবাসে), অনুসর্গজোট (ডাকঘরের পিছনে)।

• বুনিয়াদী দ্বিতীয় ধারণা : যে-জোটের তুমি প্রত্যক্ষ সদস্য তুমি আর অন্য সমস্ত প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষ সদস্যকে সেলাম পাঠাতে পারো, তুমি তাদের 'সি-কমান্ড' করো। এ কথাটা দৃষ্টান্তসহযোগে ভেঙে বোঝা দরকার। খানিকক্ষণ সে কাজ করে তার পর তৃতীয় ধাপ।

'শ্যামলী তার মাকে ভালোবাসে' বাক্যটা ধরো। এখানে শ্যামলী বিশেষ্যটা তার বিশেষ্যজোটে একা। সেই জোটের সঙ্গে ক্রিয়াজোট মিলে যে বাক্য, সেও একরকম জোট। তার প্রত্যক্ষ সদস্য হল, প্রথম, শ্যামলী বিশেষ্যজোট, দ্বিতীয়, তার মাকে ভালোবাসে ক্রিয়াজোট। এই দুই জোট পরস্পরকে সি-কমান্ড করে।

আচ্ছা। ক্রিয়াজোটের দুই প্রত্যক্ষ সদস্য হল তার মাকে বিশেষ্যজোট এক ভালোবাসে ক্রিয়া। তারা পরস্পরকে সি-কমান্ড করে। কেউই ক্রিয়াজোটের বেড়া ডিঙিয়ে গিয়ে শ্যামলী-কে সি-কমান্ড করে আসে না।

তার মাকে বিশেষ্যজোটের প্রত্যক্ষ সদস্য 'তার' বিশেষ্যজোট আর 'মাকে' বিশেষ্য পরস্পরকে সি-কমান্ড করে বটে। কিন্তু ওদের দৌড় ওই পর্যন্তই। তার মাকে ভালোবাসে ক্রিয়াজোটের ওরা পরোক্ষ সদস্য; তার বা-মাকে কেউই তার ভালোবাসে ক্রিয়াকে সি-কমান্ড করে না। আর আস্ত বাক্যের তো ওরা আরোই পরোক্ষ সদস্য। তাই তার বিশেষ্যজোট কিম্বা মাকে বিশেষ্য শ্যামলী-কে সি-কমান্ড করে না।

গোটা হিসেবটার মধ্যে জরুরী ছিল জানা যে শ্যামলী সি-কমান্ড করে তার-কে, কিন্তু তার সি-কমান্ড করে না শ্যামলী-কে। দুই বিশেষ্যজোটের পারস্পরিক জ্যামিতির একটা দিক এই।

এবার আর একটু দ্রুত বলে যাই. উক্ত বাক্য (১) এর সঙ্গে তুলনীয় (২) তার মা শ্যামলীকে ভালোবাসে, (৩) শ্যামলী তাকে ভালোবাসে, (৪) সে শ্যামলীকে ভালোবাসে। প্রত্যেকবার আমরা জানতে চাইছি, সর্বনাম যে বিশেষ্যজোটের একমাত্র সদস্য সেই 'তাকে/সে/তার' জোটের সঙ্গে 'শ্যামলী' জোটের জ্যামিতিক সম্পর্ক কি দাঁড়াল। এর জবাব হল. (২)-এ কেউ কাউকে সি-কমান্ড করে না, (৩)-এ শ্যামলী সি-কমান্ড করে তাকে-কে কিন্তু তাকে সি-কমান্ড করে না শ্যামলী-কে, (৪)-এ দেখি সে সি-কমান্ড করে শ্যামলীকে-কে কিন্তু শ্যামলীকে সে-কে সি-কমান্ড করে না।

এবার প্রস্তুতির কাজে ফিরি. যাতে শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারি কোন জ্যামিতিতে এক বিশেষ্যজোট আরেক জোটের অধীন হতে পারে। তৃতীয় বুনিয়াদী ধারণা সমবাচকতা। দুই জোট একই ঘটনা বা ব্যাপারকে বোঝালে তারা সমবাচক, কোরেফারেনশিয়াল। যেমন. (১)-এ 'তার' বলতে 'শ্যামলীর' বোঝাতে পারে;

বাক্যের সেই অনুধাবনে আমরা এই দুই বিশেষ্যজোটকে সমবাচক বলব। তাদের অভিন্ন বাচ্য ওই যে মেয়েটি তাকে যে জোট ভাষায় ধরার মূল ভার নিচ্ছে সেই শ্যামলী-কে বলি অগ্রবর্তী বা অ্যানটিসিডেন্ট। আর 'তার' বিশেষ্যজোট ওই অগ্রবর্তীর অধীন। সমবাচকতার একটা শর্ত হল, কোন অধীন জোট তার অগ্রবর্তীকে সি-কমান্ড করতে পারবে না।

চতুর্থ বুনিয়াদী ধারণা বাইন্ডিং। যে অগ্রবর্তী তার অধীন সমবাচক জোটকে সি-কমান্ড করে, সেই অগ্রবর্তীকে বাইন্ডার বলে, অধীনস্থ জোট তার বাইন্ডী, সম্পর্কটা বাইন্ডিং। বাইন্ডন বললাম না। মুন্ডাসেরী মাপ করবেন।

প্রস্তুতির পঞ্চম ধাপের বিষয় বিভক্তি দান। সর্বনামসহ সব বিশেষ্যই একটা কোনো বিভক্তি পরে মঞ্চে নামে। বাংলায় যে বিভক্তিগুলোর প্রাধান্য তাদের গতি-প্রকৃতি নিয়ে মতৈক্য নেই। বাবলু বাবলুকে বাবলুর অর্থাৎ প্রথমা দ্বিতীয়া ষষ্ঠী এই তিন বিভক্তির উৎপত্তি নিয়ে প্যারামেট্রিক ব্যাকরণের বক্তব্য কাজ চালাবার জন্য গুছিয়ে নিচ্ছি। বাবলু ভাত খায়, এই বাক্যে বাবলু প্রথমা পাচ্ছে সমাপিকা ক্রিয়া যে জোটের শীর্ষ তার সমাপকতা থেকে। রীনা বাবলুকে বকল, এই দৃষ্টান্তে বকল ক্রিয়া বাবলুকে বিশেষ্য জোটের দ্বিতীয়ার জন্য দায়ী। বাবলুর ভাই ফিরেছে এই উদাহরণের যে ষষ্ঠী, তার জন্য দায়ী করব ভাই বিশেষ্যকে। যেখানে উৎস হিসেবে বকল-র মত ক্রিয়াকেঁ অথবা যায়-এর সমাপকতার মত গুণকে দায়ী করা যায় সেসব ক্ষেত্রে প্যারামেট্রিক ব্যাকরণ বলে, ওই দাতা ওই বিশেষ্যজোটকে বিভক্তি-দান করছে। কাজ চালাচ্ছি ষষ্ঠীকেও দ্বিতীয়ার দলে রেখে।

এবার আমরা প্রস্তুতির কাজ শেষ করছি। বলতে পারি কোথা থেকে কোথায় যেতে পারে বিশেষ্যজোটের অধীনতার রেখা। এ জ্যামিতির হিসেব কষা হয় গণ্ডির সাহায্যে, গণ্ডি টানছি। কোনো বিশেষ্যজোটকে ধরে তার সাংকেতিক প্রতীক রাখো উ-(উদাহরণ)। উ-র বিভক্তিদাতাকে বলো বিভ (উ)। যেকোনো উ-কে ঘিরে সবচেয়ে ছোট যে জোট ক, খ, গ শর্ত পূর্ণ করে তাকে বলো গণ্ডি (উ) : (ক) জোটের জাতের বিচারে গণ্ডি (উ) হয় বিশেষ্যজোট নয় বাক্যে; (খ) গণ্ডি (উ)-র অন্তর্গত উ; (গ) গণ্ডি (উ)-র অন্তর্গত বিভ (উ)।

এভাবে টানা গণ্ডির বাচনে প্যারামেট্রিক তত্ত্বের বাইন্ডিং উপতত্ত্ব তিনটে কথা বলে :

প্রিন্সিপল এ : প্রত্যেক অ্যানাফর উ গণ্ডি (উ)-তে বাইন্ডার খোঁজে।

প্রিন্সিপল বি : কোনো প্রোনমিনাল উ গণ্ডি (উ)-তে বাইন্ডার সহ্য করে না।

প্রিন্সিপল সি : কোনো আর-এক্সপ্রেশন উ কোথাও কোনো বাইন্ডার সহ্য করে না।

### ৩. সাকার দৃষ্টান্ত

প্রথমে ওভার্ট বা সাকার বিশেষ্যজোট ধরব। পরে কোভার্ট বা নিরাকার দৃষ্টান্তে যাব। প্রিন্সিপল এ :

(৫) রোমিলা আর রুমি আয়নায় পরস্পরকে দেখল।

(৬) পরস্পর আয়নায় রোমিলা আর রুমিকে দেখল।

(৭) সারিনা আর অরবিন্দ পরস্পরকে খেলায় জিততে দেখে নি।

(৮) সারিনা আর অরবিন্দ দেখে নি যে পরস্পর খেলায় জিতল।

এখানে (৬) আর (৮) যে অচল (অচল বোঝাতে তারকাচিহ্ন) এবং (৫) আর (৭) যে চলে, তার মূলে আছে বাইন্ডিং উপতত্ত্বের প্রিন্সিপল এ।

(৫)-এ দেখল-ক্রিয়া উ-র অর্থাৎ পরস্পরকে-র দ্বিতীয়ার জন্য দায়ী। অর্থাৎ গন্ডি-(উ) এখানে গোটা বাক্য। বাক্যে উ অর্থাৎ পরস্পরকে বাইন্ডার খুঁজে পেয়ে যায়, রোমিলা আর রুমি। (৬)-এ উ অর্থাৎ পরস্পর প্রথমা বিভক্তি পাচ্ছে ক্রিয়াজোটের সমাপকতার কাছে। অতএব গণ্ডি (উ) আবার গোটা বাক্য। কিন্তু 'পরস্পর' যে জায়গায় বসে আছে সেখানে কেউ তাকে সি-কমান্ড করতে পারে না। ফলে বাইন্ডার নেই। তাই বাক্যটা অচল।

বেষ্টক বা মেট্রিক্স ক্রিয়া দেখে'-র সঙ্গে বেষ্টিত বা এমবেডেড্ উপবাক্যের সম্পর্ক (৭) আর (৮) এই দুই বাক্যে দুরকম। এমবেডেড্ উপবাক্যটা (৭)-এ অসমাপক 'পরস্পরকে খেলায় জিততে' (৮)-এ সমাপক যে 'পরস্পর খেলায় জিতল'। উভয়ক্ষেত্রেই পরস্পর সর্বনামটা যে বিশেষ্যজোটের একমাত্র সদস্য সেই জোটটাই চাবিস্থানীয় উপাদান উ।

(৮)-এ উ-র প্রথম বিভক্তির জন্য যে দায়ী সেই বিভ (উ) হল সমাপক ক্রিয়াজোট 'খেলায় জিতল'-র সমাপকতা গুণ। সুতরাং এই দৃষ্টান্তে এমবেডেড্ উপবাক্যই গণ্ডি (উ)। অতএব সেখানে উ কোনো বাইন্ডার খুঁজে না পাওয়ায় (৮) অচল হয়ে যায়। (৭)-এ উ-র দ্বিতীয়া বিভক্তি আসছে অন্য দিক থেকে। মেট্রিক্স ক্রিয়া 'দেখে' এখানে ব্যতিক্রমী বিভক্তি দাতা। অর্থাৎ ব্যতিক্রমী পথে সে এমবেডেড্ অসমাপক বাক্যের বেড়া ডিঙিয়ে ঐ বাক্যের প্রথম বিশেষ্যজোটের গায়ে বিভক্তি লাগিয়ে দিচ্ছে। কাজেই এখানে 'দেখে' ক্রিয়াটা বিভ-(উ)। ফলে এমবেডেড্ উপবাক্যের বদলে মেট্রিক্স বাক্যটাই গণ্ডি (উ)। এই বৃহত্তর জমিতে উ সহজেই বাইন্ডার খুঁজে পায়, 'সারিনা আর অরবিন্দ'। তবে বাক্যটা বেঁচে যায়।

এবার প্রিন্সিপল বি-র পালা :

(৯) রোমিলা আর রুমি তাদের আয়নায় দেখল।

(১০) সারিনা আর অরবিন্দ তাদের খেলায় জিততে দেখে নি।

(১১) সারিনা আর অরবিন্দ দেখে নি যে তারা খেলায় জিতল।

সবগুলো বাক্যই চলে। কোনো বাক্যের একটা মানে, কোনো বাক্যের দুটো। সেটাই লক্ষ্য করার মতো। (৯) এর অনুধাবন একটাই; রোমিলা আর রুমির পক্ষে তাদের-এর বাইন্ডার হওয়া সম্ভব নয়। (১০) এও একই কথা খাটে। কিন্তু (১০) থেকে সামান্যই আলাদা যে (১১) সেখানে তারা-সর্বনামটা বাউন্ড হয়ে সারিনা-অরবিন্দ-বাচক হতেও পারে, আলাদা লোক হতেও পারে। কেন ?

তাদের বা তারা সর্বনামকে যদি উ-ধরি, বিভ-উ তাহলে (৯)-এ দেখল, (১০)-এ দেখে, (১১)-এ খেলায় জিতল জোটের সমাপকতা। আগের আলোচনা দ্রষ্টব্য। অর্থাৎ গণ্ডি-(উ) (৯)-এ আস্ত বাক্য, (১০)-এ আস্ত বাক্য, কিন্তু (১১)-এ 'যে তারা খেলায় জিতল' উপবাক্য। সেই গণ্ডিতে প্রোনমিনাল তো বাইন্ডার খোঁজে না। বাইন্ডারের অভাব খোঁজে। (৯) আর (১০)-এ উ তাই রোমিলা-রুমি অথবা সারিনা-অরবিন্দকে বলে দেয়, আমার ওপর তোদের মানে চাপাবি না কিন্তু, আমি আলাদা লোক। বরং (১১)এ প্রোনমিনালটা বলে, উপবাক্যের মধ্যে আমি হাত-পা ছড়িয়ে থাকতে পাচ্ছি, সেই গণ্ডিতে আমার বাইন্ডার নেই, তাই গণ্ডির বাইরে থেকে সারিনারা আমাকে বাইন্ড করলে করুক। সেই জন্যে দেখছি (১১)-এর এমন অনুধাবন সম্ভব যেখানে সারিনা আর অরবিন্দ জোট তারা সর্বনামকে বাইন্ড করে।

প্রিন্সিপল সি-র দৃষ্টান্ত :

(১২) বাবলু ছেলেটাকে আয়নায় দেখল।

(১৩) বাবলু ছেলেটাকে খেলায় জিততে দেখে নি।

(১৪) বাবলু দেখেনি যে ছেলেটা খেলায় জিতল।

এই তিন দৃষ্টান্ততেই এটা স্পষ্ট যে আর এক্সপ্রেশন ছেলেটা আর বাবলু আলাদা লোক। ওরা এক লোক হলে দাঁড়াব যে বাবলু ঐ আর এক্সপ্রেশনটার বাইন্ডার। অথচ প্রিন্সিপল সি-তে বলে, ওদের কখনও বাইন্ডার থাকা বারণ। সমবাচক থাকা চলবে, সি-কমান্ড না করলেই হল।

(১৫) বাবলুর বোন দেখে নি যে ছেলেটা খেলায় জিতল। মেরে কেটে (১৫)-র এমন মানে হতে পারে যে বাবলুকে কোনো কারণে ছেলেটা বলা হচ্ছে। বাইন্ডিং-এ আটকায় না। আর এক্সপ্রেশনটাকে বাবলুর বোন সি-কমান্ড করছে, কিন্তু সে সমবাচক নয়, আর বাবলু তার সমবাচক কিন্তু সে সি-কমান্ড করছে না, তাই কোনো বাইন্ডার নেই।

৪. নিরাকার উদাহরণ

বিশেষ্য জোটের কোনো উচ্চারিত সদস্য না থাকলেই জোট নেই এমন নয়। নিরাকার জোট আছে। তারাও হতে পারে এ-পন্থী অ্যানাফর, বি-পন্থী প্রোনমিনাল, সি-পন্থী আর-এক্সপ্রেশন। শুরু করি অ্যানাফর দিয়ে। যদি কোনো বিশেষ্য জোট বেষ্টিত উপবাক্যের উদ্দেশ্যের আসন ছেড়ে তার বেষ্টক বাক্যের উদ্দেশ্যে গিয়ে বসে, তখন সে তার প্রথম আসনে যে ছাপ বা ট্রেস রেখে যায় তাকে ট লিখব, যেমন (১৬) থেকে ওরা-কে উপরে তুলে তৈরী (১৭)-য় : (১৬) [ওরা হাসি চাপতে] লাগল (উপবাক্য [ ] এ শুরু ও শেষ) (১৭) ওরা [ট হাসি চাপতে ] লাগল্। যে জোট উদ্দেশ্যের আসনে যায় তার ট্রেস অ্যানাফর জাতীয়। তাই তার স্বাতন্ত্র্য কম। যে কোনো জায়গায় উপবাক্যটা বসলে চলবে না।

(১৮) *[ট হাসি চাপতে] ওরা লাগল।

এই বাক্যে ট-কে বাইন্ড করার কেউ নেই বলে বাক্যটা অচল। বি-পন্থী প্রোনমিনাল জাতের নিরাকার জোট পাচ্ছি (১৯)-এ আমরা যখন ভাবি 'সর্বনাম উহ্য', সেটা সচরাচর প্রো :

(১৯) ওরা জানত [প্রো ভালো খাবার পাবে]

(২০) [প্রো ভালো খাবার পাবে] ওরা জানত।

প্রো-নামক অনুচ্চারিত প্রোনামিনাল (১৯)-এর এমবেডেড্ উপবাক্যের উদ্দেশ্যস্থলে। সে প্রোনমিনাল বলে স্বনির্ভর। উপবাক্য এগিয়ে এসেছে (২০)-তে, অথচ বাক্য বানচাল হয়ে যায় নি। প্রো-কে কেউ বাইন্ড করে নি, তাতে কেউ চিন্তিত নয়।

সি-পন্থী আর এক্সপ্রেশনের নিরাকার দৃষ্টান্ত পাই যখন কোনো বিশেষ্যজোট বাক্যের উদ্দেশ্য বা ক্রিয়ার কর্ম এ ধরনের বিভক্তিপ্রাপ্য স্থল থেকে (এ-পোজিশন) সরে কোনো উপবাক্যের গোড়ায়, হয়ত একধাপ উপরের উপবাক্যে, উদ্দেশ্যেরও আগের 'কম্প'-নামক বিশেষ স্থলে গিয়ে বসে। কম্প-এ বসে বিভক্তি পাওয়া যায় না, অন্যত্র পাওয়া বিভক্তি নিয়ে আসতে হয়। সেই অন্যত্র যে ট্রেস রেখে আসতে হয় তাকে লিখব রে, মানে রেফারেনশিয়াল এক্সপ্রেশন :

(২১) [ [ যাকে তুমি বলছ [পুলিশ রে পিটিয়েছে] ] এবার সেই লোকটাকে ডাকো]

এই দৃষ্টান্তে যাকে জোটটা বেষ্টিত উপবাক্যে পিটিয়েছে-র যে কর্ম অবস্থান, সেইখানে দ্বিতীয়া বিভক্তি যোগাড় করে, সেখানে 'রে' রেখে, চলে গেছে বেষ্টক উপবাক্যের কম্প নামক বিশেষ স্থলে, উদ্দেশ্যের বাঁ দিকে। বিভক্তিপ্রাপ্য না

হওয়ায় ওই স্থলকে বলে এ-বার-পোজিশন। ফলে যাকে জোট তার ট্রেসকে এ-বার-বাইন্ড করে। পূর্বে উল্লিখিত প্রিন্সিপল এ.বি.সি খাটে কেবল এ-বাইন্ড করার বেলায় অর্থাৎ এ-পোজিশন থেকে বাইন্ড করার বেলায়। তাই (২১)-এ রে-কে যাকে জোট এ-বার-বাইন্ড করছে. তাতে প্রিন্সিপল সি আপত্তি করে না।

এবার দেখুন প্রিন্সিপল সি আপত্তি করে কোথায় :

(২২) [যাকে সে বলছে [পুলিশ রে পিটিয়েছে]] সেই লোকটাকে ডাকো এবার আমরা (২২)-এ যে উপবাক্যের মূল ক্রিয়া "বলছে", সেই উপবাক্যকে উল্লেখের সুবিধের জন্য বলব বলছে-উপবাক্য। ভিতরের দ্বিতীয় বেষ্টিত উপবাক্যকে বলব পিটিয়েছে উপবাক্য। আচ্ছা। (২২)-এর সঙ্গে তুলনীয় (২৩) :

(২৩) [যাকে সে রে বলছে [পুলিশ প্রো পিটিয়েছে]] এবার সেই লোকটাকে ডাকো

লক্ষ্য করুন যে (২২) আর (২৩)-এর উচ্চারণ এক কিন্তু মানে আলাদা। (২৩) এর মানে, সেই লোকটাকে ডাকো যে লোককে অন্য ব্যক্তি 'সে' বলছে যে পুলিশ সেই অন্য ব্যক্তিকে পিটিয়েছে। (২২)-এর মানে, সেই লোকটাকে ডাকো যে লোককে পুলিশ পিটিয়েছে বলে অন্য ব্যক্তি 'সে' তোমায় বা আমায় জানাচ্ছে। দুই দৃষ্টান্ততেই বলছে উপবাক্যের কম্প-স্থলে পৌঁছেছে 'যাকে' কিন্তু কোথা থেকে রওনা হয়েছিল? (২২)-এ তার প্রস্থানবিন্দু পিটিয়েছে উপবাক্যের রে-স্থল, (২৩)-এ বলছে-উপবাক্যের রে-স্থল।

এইবার লক্ষ্য করুন, 'সে' আর 'যাকে'-র পক্ষে এক লোক হওয়া কোনোমতেই সম্ভব নয়। এ তথ্য নিয়ে দ্বিমত নেই তো? (২২) ভাবুন, (২৩) ভাবুন, কিছুতেই বাক্যটার মানে "সেই লোকটাকে ডাকো যে বলছে পুলিশ তাকে মেরেছে" হতে পারে না তো? এই তথ্যের ব্যাখ্যা পাই বাইন্ডিং প্রিন্সিপল সি-র দৌলতে। ব্যাখ্যাটা এই। (২২)-এই হোক, (২৩)-এই হোক, 'যাকে' আর 'সে'-এ দুই সর্বনামকে যদি সমবাচক ধরি, তাহলে সেই ধরার সঙ্গে 'যাকে' যে নিরাকার জোট 'রে'-র এ-বার বাইন্ডার সেই হিসেব মিলিয়ে 'সে' হয়ে দাঁড়ায় 'রে'-র সমবাচক। এদিকে 'সে' তো দেখছি 'রে'-কে সি-কমান্ড করে। তাহলে দাঁড়াল আর-এক্সপ্রেশন হওয়া সত্ত্বেও 'রে' এ-বাউন্ড হবার তালে আছে। তখন প্রিন্সিপল সি বলে ওঠে, হবে না, আমি ঘোষণা করছি এই অর্থে এই বাক্য অচল। ফলে ঐ মানেটা আটকে যায় (২২)-এর আর (২৩)-এর।

নিরাকার তিন ধরনের বিশেষ্যজোট দেখলাম। আরো এক রকম আছে। তাকে বলে প্রোনমিনাল অ্যানাফর। চিহ্ন লিখব প্র্যা :

(২৪) ওরা [ [প্র্যা হাসি চাপতে ]] চাইল।

(২৫) [ [ প্র্যা হাসি চাপতে] ] ওরা চাইল।

(১৮)-র অচলতার জন্য দায়ী ছিল ট-এর বাইন্ডার না পাওয়া। (২৫)-এর গ্রাহ্যতার জন্য দায়ী নিশ্চয়ই প্র্যা। সে স্পষ্টতই নিছক অ্যানাফর নয়। কেউ তাকে (২৫)-এর সি-কমান্ড করছে না তবু সে বিচলিত হচ্ছে না। একটু ফিরে গিয়ে দেখি তো, এ ধরনের প্রাণীর কি করার কথা। এ-বাইন্ডিং-এর উপতত্ত্বের প্রিন্সিপাল-এ বলে, উ অ্যানাফর হলে গণ্ডি (উ)-তে কেউ যেন উ-কে এ-বাইন্ড করে, আর প্রিন্সিপল বি বলে ওঠে, খবরদার, উ-প্রোনমিনাল হলে গণ্ডি (উ)-তে কেউ যেন একদম উ-কে এ-বাইন্ড না করে। প্র্যা যদি সত্যিই প্রোনমিনাল অ্যানাফর হয়, সে কি করে যুগপৎ এ-বাউন্ড এক এ ফ্রী হবে? এর উত্তর হল, উ-র তখনি কোন গণ্ডি (উ) থাকে যখন উ-কে বিভক্তি প্রাপ্য অবস্থানে বসে বিভক্তি নিতে হচ্ছে। উ যদি বিভক্তি আদৌ না নেয়, মানে সে যদি এমন কোথাও বসে যেখানে তাকে কোনো বিভক্তিদাতা বিভক্তি দিতে পারে না, তাহলে তো আর কোনো গণ্ডি (উ) রইল না, ফলে বাইন্ডিং এর দুই প্রিন্সিপাল নিয়ে ঝামেলা এড়ানো গেল।

এবার আলোচনাটা একটু জটিল। মন দিয়ে প্রণিধান করুন। (২৪) আর (২৫)-এ প্র্যা বেষ্টিত উপবাক্যের উদ্দেশ্য স্থলে আসীন সে কি তাহলে বিভক্তিপ্রাপ্য জায়গায় আছে? স্থলটা উদ্দেশ্যের, সুতরাং এ-পোজিশন। তবু সে বিভক্তিপ্রাপ্য জায়গায় নেই যদি কোনো বিভক্তিদাতা তার নাগাল না পায়। (২৪) আর (২৫) এর ডবল বন্ধনী এবার জরুরী হয়ে ওঠে। ভিতরের বন্ধনী জোড়ার বক্তব্য হল বেষ্টিত জিনিসটা প্রথমত এস্, যে সেনটেন্সের প্রত্যক্ষ সদস্য হল উদ্দেশ্য আর বিধেয়। বাইরের বন্ধনী বলছে, জিনিষটা দ্বিতীয় এস্-বার। এস্-বার এমন জোট যার প্রত্যক্ষ সদস্য একখানা বাক্য আর তার পাশে এক আশ্রয়িক অব্যয়। আশ্রয়িকের কাজ বেষ্টকের কাছে এই বাক্যের হয়ে আশ্রয় ভিক্ষা করা। (১১), (১৪), (১৫)-এ আমরা যে অব্যয়কে আশ্রয়িকের কাজ করতে দেখেছি :

(১৪) বাবলু দেখে নি [যে [ছেলেটা খেলায় জিতল]] কিন্তু (২৪) বা (২৫)-এ আশ্রয়িক নিরাকার। তাই সেখানে এস্-বার বন্ধনী আর এস্-বন্ধনীর মাঝখানে ওরকম 'যে'-র মতো কোনো অব্যয়ের চেহারা দেখা যায় না। অর্থাৎ প্র্যা যেখানে আছে সে জায়গাটা বিভক্তিপ্রাপ্য স্থল নয়। কাজেই কোনো গন্ডি (প্র্যা) নেই। অতএব বাইন্ডিং-এর আইনের কোনো ধারা খাটে না। এইভাবে বাইন্ডিং উপতত্ত্বে সঙ্কট না বাধিয়ে (২৪) আর (২৫) পার পেয়ে যায়।

অনেকে মনে করেন, প্র্যা এইজন্য নিরাকার হতে বাধ্য। সশরীরে কোনো বিশেষ্যজোট অবতীর্ণ হতে চাইলে তার গায়ে বিভক্তি থাকা দরকার। জোট যদি

প্রোনমিনাল অ্যানাফর হয়, সে দরকারটা মিটবে না, কারণ সে তো বিভক্তি প্রাপ্য স্থলে বসতে অপারগ। অতএব তাকে নাকি হতেই হবে নিরাকার :

(২৫) বিশেষ্যজোট টাইপোলজির সারণি

| | নিরাকার | | | সাকার |
|---|---|---|---|---|
| | প্রোনমিনাল হ্যাঁ | প্রোনমিনাল না | প্রোনমিনাল হ্যাঁ | প্রোনমিনাল না |
| অ্যানাফরিক হ্যাঁ | (২৪)-এর প্র্যা | (১৭)-র ট | হয় না | পরস্পর/নিজে |
| অ্যানাফরিক না | (২০)-র প্রো | (২২)-র রে | সে/তারা, (৯)-(১১) | ছেলেটা, (১২) |

যারা এ মতের পথিক, তারা এই বক্তব্যটাকে বলে প্র্যা উপপাদ্য। বক্তব্যটাকে নানা দিক থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলে তবে বোঝা যায় পুরো চেহারাটা। নইলে হঠাৎ শুনে ভাবতে পারেন : কেন, (১৭)-তেও তো তাহলে বলা উচিত ছিল বেষ্টিত উপবাক্যকে ঘিরে দুটো বিভক্তিদানে অপারগ এবং বাইরে থেকে কেউ উদ্দেশ্যকে ধরতে পারে না। অর্থাৎ ট বিভক্তিপ্রাপ্য স্থল নয়। (১৭)-র সঙ্গে (২৪)-এর তফাত তো দেখছি এই যে, কোনো কারণে বলা হল (২৪)-এ দু জোড়া বন্ধনী, (১৭)-এ একজোড়া। এ রকম বলার কারণ কি?

(১৭)-এ ট সৃষ্টি হয় 'ওরা'-কে ভিতরের উদ্দেশ্য থেকে বাইরের উদ্দেশ্য স্থলে এনে। অন্য সূত্রে ব্যাকরণবিদেরা জানেন যে কোনো ঘুঁটি নড়তে চাইলে বড়জোর এক জোড়া ওই জাতের বন্ধনী পেরিয়ে লাফাতে পারে। (১৭)-এ 'ওরা' উপবাক্যসীমা ডিঙিয়ে আসতে পারছে মানে সীমাটা একক বন্ধনী, ডবল বন্ধনী নয়। (৭), (১০), (১৩)-র মতো দৃষ্টান্তেও দেখে-ক্রিয়াটা বন্ধনী টপকে ভিতরের উদ্দেশ্যকে বিভক্তি দিয়ে আসতে পারছে দেখে বোঝা যায় ওখানেও একক এস্-বন্ধনী ছাড়া দ্বিতীয় কোন বন্ধনী-জোড়া নেই। (২৪) বা (২৫)-এ আমরা ডবল বন্ধনী ধরছি তার কারণ, এমনিতে এমবেডেড্ উপবাক্যের গায়ে আশ্রয়িক থাকাটাই প্রত্যাশিত, দেখা না গেলে এমনিতে ধরে নিতে হয় নিরাকার অব্যয়, তাই একক বন্ধনী ভাবার বিশেষ কারণ না দেখলে ডবল বন্ধনী ধরে নেবারই কথা।

কোনো পাঠক হয়ত এও জানতে চাইবেন যে সর্বনামদের কেউ অ্যানাফরিক গুণে গুণী অ্যানাফর, কেউ বা প্রোনমিনাল গুণে গুণী প্রোনমিনাল, কেউ আবার উভয় গুণে গুণী প্র্যা, এই শ্রেণীবিভাগ কি দেখে করছি। তারও উত্তর আছে। যে সর্বনাম কোনো একক সরল বাক্যে বসে নিজে আঙুল দেখিয়ে কোনো ব্যক্তিবস্তুকে সনাক্ত করে না, সে একান্ত অধীন হবে বলে পেট ধুয়ে বসে আছে, তাই অ্যানাফর। যে বিশেষ্য নিজেই নিজের অর্থ বহন করে, সে স্বতন্ত্র, অর্থাৎ না

অ্যানাফরিক, না প্রোনমিনাল। যে সর্বনাম ইচ্ছে করলে নিজে অর্থনির্দেশ করতে পারে (যেমন 'কেউ তাকে চেনে না' বাক্যের 'তাকে') কিন্তু ইচ্ছে করলে অধীনতা স্বীকার করতে পারে, তবে দূরের অর্থাৎ গণ্ডিবহির্ভূত বাইন্ডারের (যেমন আলি বলে যে, কেউ তাকে চেনে না" বাক্যে যদি ধরি তাকে মানে আলিকে), তাকে বলি প্রোনমিনাল। যে সর্বনাম পাড়া বহির্ভূত বাইন্ডার না পেলে বাইন্ডিং সহ্য করবে না এই অর্থে প্রোনমিনাল, অথচ ঠিক করেছে নিজে আঙুল দেখিয়ে বাইরের জগতের কোনো ব্যক্তিবস্তু ধরবে না পরন্তু অধীনতা স্বীকার করতেই চায় এই অর্থে অ্যানাফরিক, তাকে বলব প্রোনমিনাল অ্যানাফর। ব্যাপারটা সোনার পাথরবাটি নয়।

কথাটা এই যে কেউ কেউ মনে করেন, প্রোনমিনাল অ্যানাফর হলেই তোমাকে নিরাকার প্র্যা হতে হবে, কারণ তুমি এমন কোথাও বাস করতে পার না যেখানে তোমাকে কোনো দাতা বিভক্তি দিতে পারে, কারণ কেউ তোমায় ছুঁয়ে ফেললেই তুমি গণ্ডি পেয়ে যাও এবং প্রিন্সিপল এর সঙ্গে প্রিন্সিপল বি-র ঝগড়া বাধিয়ে দাও। এই মতটাকে বলে প্র্যা উপপাদ্য।

এই প্রবন্ধের প্রধান লক্ষ্য হল এই উপপাদ্যের বিরুদ্ধে যুক্তি সাজানো। আমি প্রোনমিনাল অ্যানাফরের সাকার দৃষ্টান্ত দাখিল করতে চাই।

### ৫. সাপেক্ষ উপবাক্য

সাপেক্ষ উপবাক্যে সাপেক্ষ সর্বনামের বাসা। আগে বাসার খোঁজ নিয়ে পরে বাসিন্দার পরিচয় পাওয়া যাবে। দু ধরনের সাপেক্ষ উপবাক্য আছে বাংলায়। পূর্বসাপেক্ষরা বসে বাঁ দিকে, উত্তর সাপেক্ষরা ডান দিকে, যেমন:

(২৭ক) সেই লোকটাকে ডাকো [যাকে পুলিশ রে পিটিয়েছে]

(২৭খ) [পুলিশ যে হলদে জামা পরা লোকটাকে মেরেছে] তাকে ডাকো। পিটিয়েছে-উপবাক্য (২৭ক)-য়ে উত্তরসাপেক্ষ উপবাক্য। আর (২৭খ)-য়ে মেরেছে-উপবাক্য পূর্বসাপেক্ষ। বেশ কয়েকটি জরুরী তফাত আছে এদের মধ্যে। তফাতগুলোর কার্যকারণ গতিপ্রকৃতি নিয়ে মতৈক্য নেই পণ্ডিত মহলে। তবে তথ্যগুলো গুছিয়ে বলা যায়।

প্রথম তফাত, উত্তরসাপেক্ষ বিশেষ্য জোট খালি সর্বনাম রাখে; পূর্ব-সাপেক্ষ বিশেষ্য জোটে আরো অনেক সদস্য থাকতে পারে. যেমন (২৭খ)-এর জোট "যে হলদে জামা পরা লোকটাকে"। এখানে "যে" পদটা বাহু ওরফে ডিটারমিনার, "হলদে জামা পরা" জোটটা বিশেষণ জোট. "লোকটাকে" জোটের শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য। উত্তরসাপেক্ষ বিশেষ্যজোট এত ভারী হলে বাক্য অচল :

(২৮)* তাকে ডাকো [পুলিশ যে হলদে জামা পরা লোকটাকে মেরেছে] পূর্বসাপেক্ষ উপবাক্য ইচ্ছে করলে ফাঁক দিয়ে ডান দিকেও বসে বলে এর কাছাকাছি (২৯) অবশ্য বৈধ, যেখানে "ডাকো"-র পর কমা দেওয়া আছে : (২৯) তাকে ডাকো, [পুলিশ যে হলদে জামা পরা লোকটাকে মেরেছে]

কথা হচ্ছে, (২৭ক)-য়ের মতো টানা উচ্চারণে (২৮) বলা যায় না। (২৯)-এর উপবাক্য যে ডান দিকে সরে যাওয়া পূর্বসাপেক্ষ তার একটা প্রমাণ এই যে ইচ্ছে করলে ওর পরে সর্বনামের পুনরুক্তি করতে পারি ((৩০)), যা পারি না (২৭ক)-য়ের বেলায় ((৩১)) : (৩০) তাকে ডাকো, [[পুলিশ যে হলদে জামা পরা লোকটাকে মেরেছে] তাকে] (৩১)* সেই লোকটাকে ডাকো [ [ যাকে পুলিশ রে পিটিয়েছে ] তাকে ]

দ্বিতীয় প্রভেদ, উত্তরসাপেক্ষ উপবাক্যে সাপেক্ষ সর্বনাম মূল স্থল থেকে সরে উদ্দেশ্যের আগের কম্প স্থলে যায়, মূল স্থলে "রে" রেখে। পূর্বসাপেক্ষরা সাপেক্ষ বিশেষ্যজোটকে স্বস্থানে থাকতে দেয়। এই প্রভেদ নিয়েও সন্দেহ করতে পারেন। অনেকের কানে সর্বনাম না সরানো (৩২) ও গ্রহণযোগ্য :

(৩২) সেই লোকটাকে ডাকো [ পুলিশ যাকে পিটিয়েছে ]

আমার ধারণা, কমা-ওয়ালা (৩৩)-টাকেই অনেকে কমাহীন (৩২) করে নেন:

(৩৩) সেই লোকটাকে ডাকো, [ পুলিশ যাকে পিটিয়েছে ]

এর সমর্থনে বলব, সাপেক্ষ জোট যখন এক উপবাক্য লাফিয়ে চলে আসে তখন তাকে মূল স্থলে রাখার উপায় নেই :

(৩৪)* সেই লোকটাকে ডাকো [তুমি বলছ [পুলিশ যাকে পিটিয়েছে ] ]

(৩৫) সেই লোকটাকে ডাকো [ যাকে তুমি বলছ [পুলিশ রে পিটিয়েছে ] ]

যদি উত্তরসাপেক্ষ উপবাক্যের হাতে সাপেক্ষ সর্বনামকে মূল জায়গায় রাখার বিকল্পটা সত্যিই থাকত এবং সেটাই যদি (৩২)-এর গ্রাহ্যতার কারণ হত, তাহলে আশা করতে পারতাম যে (৩৪) গ্রাহ্য হবে। (৩৫)-ই যে একমাত্র সম্ভাবনা তা থেকে বুঝি, যেসব ক্ষেত্রে পূর্বসাপেক্ষ উপবাক্য ঐচ্ছিকভাবে ডান দিকে বসে সেগুলোই (৩২)-এর মতো দৃষ্টান্তের জন্যে দায়ী।

তৃতীয় পার্থক্য, অর্থের দিক থেকে উত্তরসাপেক্ষ উপবাক্য ঠিক একটা বিশেষ্যজোটের বর্ধক বা মডিফায়ারের কাজ করে, যেমন (২৭ক)-য়ে উপবাক্যটা "সেই লোকটাকে" জোটের বর্ধক। কিন্তু পূর্বসাপেক্ষ দৃষ্টান্তে একাধিক সাপেক্ষ জোট থাকতে পারে আর তাদের পর মূল্য বাক্যে থাকতে পারে একাধিক ক্রমিক বা সিকোয়েন্ট জোট :

(৩৬) [যে ছেলেরা যে পুরস্কার চায়] তারা সেটা পাবে

য-পদের নাম সাপেক্ষ রাখার মতো যদি স-পদকে ক্রমিক বলতে রাজী হই, তাহলে ক্রমিক জোট তারা (৩৬)-এ যে ছেলে-র প্রতিষঙ্গী, ক্রমিক সেটা তেমনি যে পুরস্কার-এর প্রতিষঙ্গী। উলটে দেখুন :

(৩৭)* সে ছেলেরা সেটা পাবে [যারা যে পুরস্কার চায়] উত্তরসাপেক্ষ উপবাক্য হিসেবে যারা যে পুরস্কার চায় উপবাক্য তাহলে সে ছেলেরা জোটের এবং সেটা জোটের আলাদা বর্ধকতা করতে পারছে না। কারণ সে উত্তরসাপেক্ষ উপবাক্য।

চতুর্থ ফারাক, পূর্বসাপেক্ষ জোটের বাঁয়ে "আর" এবং ডাইনে "ই" বসতে পারে, যেমন (৩৮), (৩৯); উত্তরসাপেক্ষ জোট এসব বরদাস্ত করে না, যেমন (৪০), (৪১) :

(৩৮) তুমি আর-যাদের ডেকেছ তারা আসবে না

(৩৯) তুমি যে লোককেই বলো সে-ই কথাটা উড়িয়ে দেবে

(৪০)* তারা আসবে না আর-যাদের তুমি রে ডেকেছ

(৪১)* সেই লোকই কথাটা উড়িয়ে দেবে যাকেই তুমি বলো

এ থেকে অনুমেয় যে পূর্বসাপেক্ষ জোট কোয়ান্টিফায়ারের কোঠায় পড়ে। সবাই, কেউ-কেউ, কিছু-র মতো অন্যান্য কোয়ান্টিফায়ারের সঙ্গে পূর্বসাপেক্ষদের মিল সুস্পষ্ট।

মজার কথা হল এই চতুর্থ ফারাক ব্যবহার করে প্যারামেট্রিক ব্যাকরণবিদ শেষ পর্যন্ত দুজাতের সাপেক্ষকে এক জায়গায় আনতে পারেন। শাস্ত্রে বলে, কোয়ান্টিফায়ার লুকিয়ে লুকিয়ে অগোচর অন্বয় বা কোভার্ট সিনট্যাক্‌সে, উপবাক্যের সীমাবর্তী কম্প-জাতীয় স্থলে চলে যায় স্বস্থানে "রে" রেখে। পূর্বসাপেক্ষরা কোয়ান্টিফায়ার হলে তারাও তাহলে আসলে কম্প-এ যায়, অর্থাৎ (৪২) বাক্যের চেহারা অগোচর অন্বয়ে দাঁড়ায় (৪৩), যেখানে আরো খুঁটিনাটি দেখিয়েছি—ভাবছ-র উদ্দেশ্য তুমি, এড়াচ্ছিলে-র উদ্দেশ্য প্রো, উপবাক্যের সীমা, ইত্যাদি :

(৪২) [ তুমি যে লোকটাকে এড়াচ্ছিলে ভাবছ ] তার দিকে আগে মন দাও

(৪৩) [ [ যে লোকটাকে [ তুমি [ প্রো রে এড়াচ্ছিলে ] ভাবছ ] তার দিকে আগে মন দাও

প্রিনসিপ্‌ল সি-র যা করার করে। তার কাজের নমুনা দেখতে চান তো (৪৪)-এ অগোচর অন্বয় (৪৫) দেখুন, যেখানে ভাবছে-র উদ্দেশ্য প্রো আর যে লোকটাকে-র ট্রেস রে একই লোককে বোঝাচ্ছে :

(৪৪)* [ প্রো [ তুমি যে লোকটাকে এড়াচ্ছিলে ] ভাবছে ] তার দিকে আগে মন দাও

(৪৫)* [ যে লোকটাকে প্রো [ তুমি রে এড়াচ্ছিলে ] ভাবছে ] তার দিকে আগে মন দাও

যে বাক্যের উচ্চারিত চেহারা (৪৪), অগোচর অন্বয় (৪৫), তাকে শ্রোতার কান এবং সেই কানের আজ্ঞাবহ ব্যাকরণ খারিজ করে কীসের জোরে? বাইন্ডিং প্রিনসিপ্ল সি-র জোরে। (৪৫)-এ দেখছি, এড়াচ্ছিলে-র কর্ম রে-কে সি-কমান্ড করছে তার সমবাচক প্রো, যে ভাবছে-উপবাক্যের উদ্দেশ্য। ফলে রেফারেনশিয়াল নিরাকার জোট রে প্রিনসিপ্ল সি ভাঙছে। বাক্যটা তাই অবৈধ।

এর সঙ্গে (২২) আর (২৩) তুলনা করে এটুকুই তফাত পাই যে ওগুলো তবু অন্য অর্থে বৈধ ছিল, রে-কে কেউ সি-কমান্ড আর এ-বাইন্ড না করলেই হল, আর (৪৪) একেবারে বাতিল। তার কারণ, (৪৪)-এর আর কোনো মানে করা কঠিন বা অসম্ভব। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রিনসিপ্ল সি পূর্বসাপেক্ষ আর উত্তরসাপেক্ষ জোটের ট্রেসকে একইভাবে শাসন করে।

শুনে সুখী হলাম যে সব রকম সাপেক্ষ বিশেষ্য জোট দূরে চলে গেলে যে রেশ রেখে যায় সেই নিরাকার রে প্রোনমিনাল না এবং অ্যানাফোরিক হ্যাঁ বলে প্রমাণ করা যায়। সাপেক্ষ সর্বনাম নিজে কোন সুরে বাজে? এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর প্যারামেট্রিক ঘরানায় দাঁড়ায় নি আজও।

## ৬. সাপেক্ষ সর্বনাম

কাজ চালাবার জন্যে বাইন্ডিং উপতত্ত্বের বুনিয়াদী চেহারা ধরেই এগোতে থাকি। সাপেক্ষ সর্বনাম যদি বিশুদ্ধ অ্যানাফর হত, তাহলে সে প্রিনসিপ্ল এ মেনে চলত, যা সে চলে না :

(৪৬)* সেই লোকটাকে ডাকো [যে যাকে আয়নায় দেখছে ]

(৪৭)* [ যে লোকটাকে যাকে আয়নায় দেখছে] তাকে ডাকো

যদি সাপেক্ষ সর্বনাম প্রোনমিনাল না, অ্যানাফোরিক হ্যাঁ হত তাহলে (৪৬)-(৪৭) বৈধ হত, তার মানে দাঁড়াত, সেই লোকটাকে ডাকো যে নিজেকে আয়নায় দেখছে। ভাল কথা। সাপেক্ষ সর্বনাম কি তবে প্রোনমিনাল হ্যাঁ, অ্যানাফোরিক না? সে কি প্রিনসিপল্ বি মেনে চলে ?

(৪৮) ক।* ভারি দুশ্চিন্তা সেই মস্ত মস্ত নেতাদেরও [যারা নিশ্চিত ছিল [ (যে) যাদের পার্টি জিতবে ]]

খ। ?? ভারি দুশ্চিন্তা সেই মস্ত মস্ত নেতাদেরও [ [ যাদের পার্টি জিতবে বলে ] যারা নিশ্চিন্ত ছিল ]

গ। * ভারি দুশ্চিন্তা সেই মস্ত মস্ত নেতাদেরও [ যারা নিশ্চিত ছিল [ যাদের পার্টি জিতবে বলে ] ]

(৪৯) [ [ যাদের পার্টি জিতবে বলে ] যারা নিশ্চিত ছিল ] সেই মস্ত মস্ত নেতাদেরও ভারি দুশ্চিন্তা

সব বাক্য তো গলা মিলিয়ে কোনো এক ধরনের সাক্ষ্য দিচ্ছে না। যথারীতি (৪৮খ)-য়ের উচ্চারণে নেতাদেরও-র পর একটু কমা-কমা ভাব এসে পড়লেই (৪৯)-এর প্রকারভেদ হয়ে গিয়ে বাক্যটা বৈধ হয়ে যায়, তাই বিশুদ্ধ অচলতার তারকাচিহ্ন পাই না। সে কথা বাদ দাও। বাদ দিয়ে মোটের উপর তো বলতে ইচ্ছে করছে পূর্বসাপেক্ষ সর্বনাম প্রোনমিনাল অর্থাৎ প্রিনসিপ্‌ল বি মেনে চলে, আর উত্তরসাপেক্ষ সর্বনাম অন্য কোনো জাতের, প্রোনমিনাল নয়। ইচ্ছেটাকে একটু চেপে রেখে দেখি কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

বেশি দ্রুত অভিমত দেবার পথে একটা বাধা এই যে আমরা (৪৪)-এর অগোচর অন্বয় (৪৫)-এ দেখেছি পূর্বসাপেক্ষ সর্বনামের ট্রেস্ রে-কে কেউ এ-বাইন্ড করলে প্রিনসিপ্ল সি বারণ করে। সেই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সংগতি রেখে না এগোলে চিন্তার কোনো গোছ থাকবে না। (৪৪) আর (৪৯)-এর শিক্ষা কি পরস্পরবিরোধী? (৪৯)-এ কেন মনে হচ্ছে যাদের-এর ট্রেসকে যারার ট্রেস এ-বাইন্ড করলেও প্রিনসিপ্ল সি বাক্যটাকে খারিজ করে দিচ্ছে না? (৪৪) অচল হলে (৪৯) কেন সচল?

আচ্ছা। এ পর্যন্ত আমরা প্রিনসিপ্‌ল সি-র সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহার করছিলাম। পুরো চেহারাটা তার চেয়ে জটিল :

(৫০) প্রিনসিপ্‌ল সি, পরিশীলিত বয়ান :

আর-এক্‌স্‌প্রেশনকে, তার কোনো এ-বার-বাইন্ডার থাকলে এ-বার-বাইন্ডিং এর চৌহদ্দির মধ্যে (এবং কোনো এ-বার-বাইন্ডার না থাকলে আদৌ) এ-বাইন্ড করা বারণ।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে (৫০)-এর সঙ্গে তার সরলীকৃত রূপ "আর-এক্‌স্‌প্রেশনকে এ-বাইন্ড করা বারণ"-এর প্রয়োগপার্থক্য নেই। কিন্তু স্পষ্টতই উত্তরসাপেক্ষ উপবাক্যের এ-বাইন্ডার বিশেষ্যজোটের সঙ্গে সাপেক্ষ সর্বনামের, অতএব তার ট্রেসেরও, সমবাচন আর সি-কমান্ড থাকবে। ফলে (২৭ক)-য়ে সেই লোকটাকে বিশেষ্যজোট এ-বাইন্ড করবে যাকে-র ট্রেস রে-কে। তাতে সরলীকৃত প্রিনসিপল সি-র আপত্তি থাকলেও পরিশীলিত চেহারার আপত্তি নেই।

এবার আলোচনার মূল ধারায় ফিরি। (৪৪) বাক্যের অগোচর অন্বয় (৪৫)-এ যে লোকটাকে হল এ-বার বাইন্ডার। অতএব তার চৌহদ্দির মধ্যে প্রো যেহেতু রে-কে এ-বাইন্ড করে পরিশীলিত প্রিনসিপ্‌ল সি-কেও লঙ্ঘন করছে, সেহেতু বাক্যটা অচল।

পক্ষান্তরে, (৪৯) বাক্যের অগোচর অন্বয় (৫১)-য়, যেখানে যাদের আর যারা নিজ নিজ মূল স্থলে রে রেখে কম্পে চলে গেছে— (৫১) [ [ যাদের পার্টি রে-১ জিতবে বলে] যারা রে-২ নিশ্চিত ছিল] সেই মস্ত মস্ত নেতাদেরও ভারি দুশ্চিন্তা

—সেখানে বলতে পারি, এক্ষেত্রে রে-২-এর এ-বার-বাইন্ডার হল যাদের। যাদের-এর এ-বার-বাইন্ডিঙের চৌহদ্দির বাইরে থেকে রে-১ যে রে-২-কে এ-বাইন্ড করছে তাতে কোনো মহাভারত অশুদ্ধ হয় না।

এই যুক্তি সাজিয়ে বোঝা গেল, (৪৪) আর (৪৯)-এর আপাত বিপরীত সাক্ষ্য মিলিয়ে একটা গল্প দাঁড় করানো যায়। (৪৪) ঘেঁটে এটা ঠিকই বুঝেছিলাম যে পূর্বসাপেক্ষ সর্বনাম যখন কম্পে যায় তখন তার ট্রেস অ্যানাফোরিক না, প্রোনমিনাল না। এখন (৪৯) ঘেঁটে যে মনে হচ্ছে পূর্বসাপেক্ষ সর্বনাম স্বয়ং প্রোনমিনাল হ্যাঁ, এটাও মেনে নিতে অসুবিধে নেই।

কিন্তু (৪৮)-এর উত্তরসাপেক্ষ সর্বনাম তো প্রোনমিনাল-বৎ আচরণ করছে না। পুরো জালটা টেনে তুললে কি মাছ পাব?

### ৭. চূড়ান্ত প্রস্তাব

আমরা প্রস্তাব করছি যে উত্তরসাপেক্ষ সর্বনাম অ্যানাফোরিক হ্যাঁ, প্রোনমিনাল হ্যাঁ; এবং পূর্বসাপেক্ষ সর্বনাম অ্যানাফোরিক না, প্রোনমিনাল হ্যাঁ। এটা হল প্রস্তাবের সরল চেহারা। একটাই প্যাঁচ আছে। পূর্বসাপেক্ষ গোচর অন্বয়ে এই। অগোচর অন্বয়ে সেও অ্যানাফোরিক হ্যাঁ। তাই সে তখন কম্পে যায়। এই প্যাঁচ বোঝাতে বলব পূর্বসাপেক্ষ সর্বনাম শুধু প্রকারে অ্যানাফোরিক আর উত্তরসাপেক্ষরা আকারে এবং প্রকারে অ্যানাফোরিক। দু জাতের সাপেক্ষই আকারে তথা প্রকারে প্রোনমিনাল।

বক্তব্যের পরিশীলিত চেহারাটাও বলি। সাপেক্ষ সর্বনাম নিজের দিক থেকে স্বভাবত আকারে প্রকারে প্রোনমিনাল হ্যাঁ আর শুধু প্রকারে অ্যানাফোরিক; আকারে অ্যানাফোরিক হবে বলে সৃষ্টি হয় নি। কিন্তু কোনো কোনো পরিবেশে দস্তুর মতো অ্যানাফোরিক সঙ্গীর সাথে তার ভাগ্য জড়িয়ে যায়। তার গায়ে তখন গোচর অন্বয়েও অ্যানাফোরিক লক্ষণ দেখা দেয়। এ ব্যাপারে তার সঙ্গে তুলনীয় পূর্বে

আলোচিত প্রো আর প্র্যা, তারা পরিশীলিত বিচারে স্বভাবে বিশুদ্ধ প্রোনমিনাল, আদৌ অ্যানাফোরিক নয়। প্র্যা থেকে প্রো-র তফাত এই যে প্রো-র সঙ্গী বিধেয়র সমাপকতা-গুণ অ্যানাফোরিক না, আর প্র্যা-র সহচর যে বিধেয় সেটার সমাপকতা-গুণ অ্যানাফোরিক হ্যাঁ।

পূর্বসাপেক্ষ খানিকটা প্রো-র মতো। তাকে কম্পে টেনে নিয়ে গিয়ে যে নিরাকার অব্যয় সাথী তার সঙ্গে কম্প স্থল ভাগ করে নেয় সেও গোচর অন্বয়ে অ্যানাফোরিক না, অগোচর অন্বয়ে গিয়ে নিজ মূর্তি ধরে অ্যানাফোরিক হ্যাঁ। পূর্বসাপেক্ষ তাই আকারে প্রকারে প্রোনমিনাল কিন্তু শুধু প্রকারে অ্যানাফোরিক এই আস্ত গুণাবলী বজায় রাখতে পারে, যেমন প্রো বজায় রাখে তার চরিত্র। আর উত্তরসাপেক্ষ খানিকটা প্র্যা-র মতো পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেয়। তাকে যে নিরাকার অব্যয় কম্পে টেনে নিয়ে গিয়ে সঙ্গ দেয় সে তো গোচর অন্বয়েও অ্যানাফোরিক হ্যাঁ। কাজেই উত্তরসাপেক্ষ সর্বনাম সরাসরি প্রোনমিনাল অ্যানাফর।

এবার ভেঙে বলি ধাপে ধাপে

আগে পেশ করার প্র্যা উপপাদ্য আমাদের ভাবতে শিখিয়েছিল যে প্রোনমিনাল অ্যানাফর বিভক্তিপ্রাপ্য স্থলে অসিদ্ধ, অতএব বিভক্তি পায় না, সুতরাং নিরাকার হতে বাধ্য, কারণ সাকার হতে চাইলে তো বিশেষ্যজোটের বিভক্তি লাগবে, বিভক্তিহীন চেহারা অকল্পনীয়। সে ঘরের কী হল?

প্র্যা উপপাদ্যের যুক্তিতে একটা জরুরী ফাঁক আছে। তুমি বিভক্তি প্রাপ্য জায়গায় থাকতে পারো না যখন তোমার গুণাগুণ আর পরিবেশে বাইন্ডারের আনাগোনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। এতে প্রমাণ হয় না যে তোমার নিজের বিভক্তি পরে থাকা বেআইনী।

(৫২) সেই লোকটাকে ডাকো [ যাকে [ পুলিশ রে পিটিয়েছে ] ]

এই চেহারায় (২৭ক)-য়ের খুঁটিনাটি বিচার করুন। যাকে তো উত্তরসাপেক্ষ সর্বনাম, আমাদের প্রস্তাব মাফিক প্রোনমিনাল অ্যানাফর, অথচ দ্বিতীয়া বিভক্তি পরে আছে সে কী করে পাচ্ছে সেটাই প্রশ্ন। ধরে নিন বাক্যের এই চেহারাতেই উপাদানের গুণ ও পরিবেশ যাচাই করা হবে। তাহলে জানা জরুরী, উপবাক্যের উদ্দেশ্য পুলিশ-এর আগের ওই কম্প স্থলটা বী জাতের। স্পষ্টতই বিভক্তিপ্রাপ্য এ-পজিশন নয়, এ-বার-পজিশন। অর্থাৎ এখানে সাকার প্রোনমিনাল অ্যানাফরের উপস্থিতির সঙ্গে বাইন্ডিং উপতন্ত্রের বিরোধ নেই। বিভ (উ) নেই, অতএব প্রিনসিপ্‌ল এ-র সঙ্গে বি-র বাধবে না। প্রশ্ন হল, যাকে-র ওই দ্বিতীয়া বিভক্তি তো এখানে বসে অর্জিত নয়, এল কোথা থেকে? পিটিয়েছে-র কর্মস্থল থেকে। বিভক্তি পাচ্ছে প্রথমে নিরাকার রে। সেই এ-বার-বাউন্ড ট্রেস তার বিভক্তির নকল পাঠায়

এ-বার-বাইন্ডারকে। চিরকাল প্যারামেট্রিক ব্যাকরণে এরকম হয়ে আসছে। তাই যে না হয়ে যাকে হল।

অর্থাৎ প্র্যা উপপাদ্য (৫২)-য় যাকে-র প্রোনমিনাল অ্যানাফোরিক গুণাবলী নিয়ে প্রশ্ন তুলবে না। জানা দরকার, এরকম সুন্দর অবিভক্তিপ্রাপ্য কুঞ্জে সাপেক্ষ সর্বনাম যে যাচ্ছে, কী শক্তি তাকে পাঠাচ্ছে ওখানে। কম্পে যায় কেন সে? আর জানতে চাই, সাপেক্ষ সর্বনামকে প্রোনমিনাল অ্যানাফর বললে ক্ষতি যদি-বা না হয় তবু, বলার কারণ কী, বলে লাভ কী?

কোনো প্রোনমিনাল অ্যানাফর যদি দেহ ধারণ করতে চায়, তার বিভক্তি লাগবে। বিভক্তিদান ঘটে এস-স্ট্রাকচার নামক সেই অন্বয়ে যেখানে বিভ (উ) আর গণ্ডি (উ)-র হিসেব কষে উদাহরণের গুণাগুণ বিবেচনা করা হয়। সেই অন্বয়ে প্রোনমিনাল অ্যানাফর তো আর বিভক্তিপ্রাপ্য স্থলে বসে থাকতে পারে না। ভাবতে পারি, বিভক্তি জোগাড় করেই সে টুক করে সরে যায় কম্পে, সঙ্গে নিয়ে যায় বিভক্তি, রেখে যায় নিরাকার রে-কে, যে প্রকৃতিতে না প্রোনমিনাল, না অ্যানাফোরিক। অথবা ভাবতে পারি, সে প্রথমেই কম্পে সরে গিয়ে রে রেখে যায়, তারপর রে-র গায়ে বিভক্তি লাগে আর সরে যাওয়া বাইন্ডার দূর থেকে সেই বিভক্তির প্রতিফলন করে, যে ব্যবস্থার নাম বিভক্তি প্রেরণ। যেভাবেই ভাবি, শেষ ছবিটা একই, (৫২)।

তাই সাপেক্ষ সর্বনাম কম্পে যেতে বাধ্য। তার আর কোনো চুলোয় যাবার নেই যদি সে প্রোনমিনাল অ্যানাফর হিসেবে দেহ ধারণ করতে চায়। কম্পে অ্যানাফোরিক নিরাকার অব্যয় বসে আছে সেটা আকর্ষণ ঠিকই, কিন্তু অ্যানাফোরিক লক্ষণ তো বিধেয়র সমাপকতা গুণেও বসে আছে, কই তার কাছে তো সাপেক্ষ সর্বনাম যায় না, কম্পেই কেন ছোটে সে? এর কারণ বিধেয়র সব স্থলই বিভক্তিপ্রাপ্য, একমাত্র কম্পই নিরাপদ।

আর প্রশ্ন ছিল, সাপেক্ষ সর্বনামকে প্রোনমিনাল অ্যানাফর বলার কারণ কী আর বলে লাভ কী। বলার কারণ হল, সাপেক্ষ সর্বনাম স্বভাবে প্রোনমিনাল। গুরু যিনি থেকে লঘু যে-কে আলাদা করার এবং ব্যক্তিবাচক যে-যিনি আর বস্তুবাচক যা-র মধ্যে তফাত রাখার ক্ষমতা আছে সাপেক্ষ সর্বনামদের। নিজে বা পরস্পর-এর মতো বিশুদ্ধ অ্যানাফর এসব পারে না কোনো ভাষাতেই। এমনকি হাত বাড়িয়ে য-পদ কোনো দিকে নির্দেশ করতেও পারে, "যা বলেছেন!" বা "যে যা ভালো বোঝে"-র মতো বাক্য তো একা দাঁড়াতেও রাজি। আবার সাপেক্ষ সর্বনামের স্বভাব খানিকটা অ্যানাফোরিকও বটে। সাপেক্ষ সর্বনাম মোটের উপর নির্ভরশীল প্রাণী। সরল বাক্যে একা দাঁড়াবার জন্যে সৃষ্টি হয় নি। তার উপবাক্যের ঠিক বাইরে কোনো জোটের সঙ্গে সে বহির্জগতের ব্যক্তিবস্তুকে ধরে অর্থ নির্দেশ

করার কাজটা ভাগ করে নিতে চায়। একেই তো বলে অ্যানাফোরিক। এই হল কথাটা বলার কারণ। আর কথাটা বলে লাভ এই যে এতে ব্যাখ্যা হয়, সাপেক্ষ সর্বনাম যার চাবি সেই সাপেক্ষ উপবাক্য কেন বাইন্ডার বিশেষ্যজোটের সহচরের কাজ করে; বোঝা যায়, সাপেক্ষতা নির্ভরশীলতার ঠিক কোন্ বিশেষ রকমফের।

পূর্বসাপেক্ষ সর্বনাম স্পষ্টতই গোচর অন্বয়ে অ্যানাফোরিক না, সেই স্তরে সে বিশুদ্ধ প্রোনমিনাল টাইপের। কী করে একই জিনিস একবার প্রোনমিনাল অ্যানাফর আর একবার নন-অ্যানাফোরিক প্রোনমিনালের ভূমিকায় নামবে? অত অবাক হবেন না। ইংরিজি-ফরাসিতে দিব্যি একই শব্দ কোথাও সাপেক্ষ আর কোথাও প্রশ্নবাচকের কাজ করতে তো পারে। বাংলা সাপেক্ষ সর্বনামের তেমনি দুই ভূমিকা:

| | (৫৩) উত্তরসাপেক্ষ | পূর্বসাপেক্ষ |
|---|---|---|
| ১।। | আকারে প্রকারে প্রোনমিনাল | আকারে প্রকারে প্রোনমিনাল |
| ২।। | আকারে প্রকারে অ্যানাফোরিক তাই | শুধু প্রকারে অ্যানাফোরিক কাজেই |
| ৩।। | গোচর অন্বয়ে কম্পে যায় | অগোচর অন্বয়ে কম্পে যায় |
| ৪।। | অতএব এ-বার-বাইন্ডার অর্থাৎ অপারেটার | অতএব এ-বার-বাইন্ডার অর্থাৎ অপারেটার |
| ৫।। | এবং এ-বাউন্ড | অথচ এ-ফ্রী |
| ৬।। | ফলে নন-কোয়ান্টিফায়িং অপারেটার | সুতরাং কোয়ান্টিফায়িং অপারেটার |

সুধী পাঠক মিলিয়ে দেখে নেবেন যে এই নিষ্পাদনে আগে দেওয়া লক্ষণগুলোর ফর্দ সামলানো গেল। তবু কৌতূহল হতে পারে, একই জিনিষ গোচর অন্বয়ে কোথাও অ্যানাফোরিক হতে রাজি আর কোথাও অনিচ্ছুক এই দ্বিধা আকাশ থেকে পড়ে কিনা। এর পরিশীলিত উত্তর দিতে চাইলে বলব, কম্প এলাকায় আগন্তুক সর্বনাম যে নিরাকার অব্যয় বাসিন্দাকে পায় তার স্বভাব গতিক তাকে আকর্ষণ করে কিংবা করে না। সেই অব্যয় অপেক্ষাকৃত স্বাধীন উপবাক্যের অগোচর অ্যানাফোরিক গুণে গুণী আধা অ্যানাফর হতে পারে, অথবা হতে পারে পরাধীন উপবাক্য নির্মাণে উৎসুক রীতিমতো অ্যানাফর। তার সেই ঔৎসুক্য গায়ে মাখতে গিয়ে সাপেক্ষ সর্বনাম তখন ক্ষেত্রবিশেষে গোচর অন্বয়েও অ্যানাফর হয়ে যায়।

এই তত্ত্ব একা দাঁড়াতে পারে না। পাশাপাশি এও বলা দরকার যে কম পরিশীলিত ভাষ্যে যেটাকে প্র্যা বনাম প্রো-র তফাত বলতে ইচ্ছে করেছিল সেখানেও আসলে প্রো একটাই। তার দুই ভূমিকার জন্যে দায়ী সঙ্গের বিধেয়র (এখানে অনালোচিত) নিরাকার শীর্ষে যে সমাপকতা গুণ থাকে তার

"অ্যানাফোরিক কিনা" প্রশ্নের জবাবে হ্যাঁ-না বলার সিদ্ধান্ত। সেই গুণ হ্যাঁ বললে প্রো প্র্যা হয়ে যায়, না বললে প্রো-ই থাকে।

১৯৮১-র পরবর্তী নানা তন্ত্রবদলে অনেক যন্ত্রপাতি এসেছে গিয়েছে। আমার প্রস্তাব পেশ করার ভাষা ইচ্ছে করলে পালটে নিয়ে অন্য কোনো তাত্ত্বিক পরিবেশে বসিয়ে দেখতে পারেন। বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি দেখতে পাবেন বলে মনে করি না। তবে ভুল ভাবছি এমন তো হতেই পারে। সে ভুল শুধরে আলোচন আরো এগোলে কৃতজ্ঞ বোধ করব।

**ঋণস্বীকার**

এ লেখার উপকরণ আর কর্মপদ্ধতি এসেছে সংবর্তনী সঞ্জননী ব্যাকরণের বহু দিনের সমবেত কর্মধারার বিভিন্ন মহল থেকে। এ ধরনের বিশ্লেষণের সমালোচনাপূর্বক সংশোধনও সেই পথেই ঘটবে। বর্তমান পাণ্ডুলিপির প্রস্তুতির কাজে সাহায্য করার সময় সংযুক্তা ঘোষ তথ্যের ভুলচুক দেখিয়ে দিয়ে বিশ্লেষণটাকে ভরাডুবি থেকে বাঁচিয়েছেন। আলোচনার জন্যে লেখক মালশ্রী দাশগুপ্তর কাছে এবং হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত ভাষাবিজ্ঞান ও অনুবাদতত্ত্ব কেন্দ্রের বিভাগীয় সেমিনারের শ্রোতৃবর্গের কাছেও ঋণী। যেসব ভুল রয়ে গেল তার জন্যে দায়ী লেখক একা।

## উল্লেখপঞ্জি

Chomsky, Noam. 1981. Lectures on Government and Binding. Dordrecht : Foris.